

কাল-পরাজয়

(পুরাণ কাব্য)

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রণীত ।

কলিকাতা

আশ্বিন সন ১৩৩২ সাল

মূল্য ৥০ আনা ।

প্রিণ্টার—
শ্রীকীর্ত্তনাথ সুখোপাধ্যায়
কামিনী প্রেস
৫২এ, হরিবোম্ব হীট,
কলিকাতা

প্রকাশক—
ব্যানার্জি এণ্ড কোং
২৭ নং কর্ণওয়ালিস্ হীট,

উৎসর্গ

পূজ্যপাদ স্বর্গীয় দীননাথ দেবশর্মার
পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে ।

দাদামহাশয় ।

আপনার স্নেহের চারা গাছগুলিকে মুকুলিত হ'তে
অবসর দিবার পূর্বেই আপনি মহাযাত্রা করেছেন ।
যাহা হউক আজ আমার অতি যত্নের “কাল-পরাজয়”
কাব্য গ্রন্থনটি আপনারই চরণোত্তম্বে অঞ্জলি দিলাম ;
আশা করি আপনি স্বর্গ হ'তেই এটির সৌরভের
বিচার ক'রবেন ।

উক্তি ২০শে জ্যৈষ্ঠ
সন ১৩৩২ সাল ।
কলিকাতা ।

আপনার
স্নেহের—
স্বামী ।

উপহার

A decorative rectangular frame with ornate, scroll-like corners. Inside the frame, there are five horizontal lines for writing, arranged in a descending staircase pattern from top to bottom. The lines are evenly spaced and extend across most of the width of the frame.

বন্দনা



কাল-সন্ধ্যা সমাগমে, নিবিড় গহনে,
সত্যবান নরবর সত্যের আকর
আসি কাষ্ঠ আহরণে, পড়িলা ভূতলে
ছিন্ন-পুষ্প-কলি প্রায় মুচ্ছাগত হয়ে
কালের কবলে যবে, কাঁদিলা সাবিত্রী
গহনে গগন ভেদি স্করুণ রোলে
সতী অশ্রু বরিষণে তিতিয়া মেদিনী;—
যবে কাল পরাজয় মানিলা আপনি
পড়ি পতিব্রতা সতী-তেজের প্রভাবে,—
তাহার বারতা আজি কহিতে প্রয়াস
কবিতার সুধাধারে। যে সুখা ধরায়
তোমার প্রসাদে কবি শ্রীমধুসূদন
লভিতে সফল ভবে চির অমরতা ;
হেন আশ নাহি মোর। তাই গো জননি,
বক্রমাতা-বাণি, দীন হীন দাস আজি
তোমার স্মরণাগত ! লভিব বলিয়া—
চির সাধনার ধন, চীর-বাসাঞ্চল

কাল-পরাজয়

পাতিয়া বসেছি শুধু তোমারি দুয়ারে,
পথের কাকাল বলি ঠেল না হেলায়!
আছরে সঞ্চিত জানি তব ধনাগারে
কুবের-বাহিত ধন; পূরাও জননি
ভিক্ষা-পাত্র মোর কণামাত্র দানে তার!
কাঁদালে তনয়ে মা গো তুমি যে কাঁদাবে!

কাব্য-কুঞ্জ মাঝে ভ্রমি, বড় সাধ মনে,
মনমত ভাবা-পুষ্প করিয়া চরন,
অঞ্জলি দিব গো মাতঃ চরণে তোমার।
কিন্তু মাতঃ কবি-কুল-মালি-দলে মিলি,
না বুঝিছ না চিনিছ স্মরণ:-পাদপে;
শুভ সাজি লয়ে শুধু ভ্রমিব প্রাস্তরে,—
বদি না চিনাও তুমি অবোধ সন্তানে।

অপার করুণা তব ইতিবৃত্তে শুনি;—
কবি-গুরু কালিদাস মধুকণ্ঠ-সরে
ফুটালে সরোজ শুভ্র তুমি সরোজিনী,
বসিলে আপনি! কিন্তু কোন গুণ আছে,—
অতি ভাগ্যহীন আমি, অমর প্রসাদ
হেন বাচি তব পদে! তবে বদি থাকে,
অভাগা তনয় বলি অধিক করুণা

কাল-পরাজয়

তব এ কিঙ্করে, ভ্রাণে চিনি লব ফুল,
এ মধু-বসন্তে মোর। বিক্রম করিয়া
যদি হাসে বিশ্ব হেরি, পঙ্কুর হয়েছে
সাধ গিরি উল্লঙ্ঘনে, তুমি না হেস না!
সতত ঠেকায় রেখ পতনে উথানে।
ফুটিলে প্রসাদে তব ভাবের নয়ন,—
যে প্রসন্ন চরনিব কানন ভ্রমিয়া,
অর্ঘ্যদান করিবারে তোমার চরণে.—
আসে যদি কাল-কীট ভুলিবারে তার
মকরন্দ-সুধা, কভু কুরব গাহিয়া
কুরবে গুঞ্জরে যদি, শিলীমুখ-কুল
বেন ভুলে নাহি রয় সে সুধা পিয়ারা।
(অন্ধ যদি নাহি হেরে প্রকৃতির রূপ,
গ্লান হবে কেন সতী সবার নয়নে ?
উষার অধরে ভয়া ললিত হাসিটী,
বালার্কের পানে চেয়ে নগ্নিনী মোহাগ—
অলস নয়নে যদি নাহি লয় স্থান,
জাগ্রত নয়নগুলি ভুলে ত থাকে না !)
যদি দয়া করি তুমি উর মোর ঘর্টে,
সাজাও আপন পদ প্রভাত সঞ্চিত

কাল-পরাজয়

এই পুষ্প উপহারে (অধমের দান),
ভবে ধন্ত এ অধম ও পদ বরণে।
আশীষ-বচনে মা গো বলে দাও ভবে,
সুধার সুধারা ধরে এড়ানে অধম,—
কি ভাষে বর্ণিবে দাস বীরাজনা-কীর্তি,
নরলোক মাঝে আজি সবারে ঘোষিয়া।



কাল-পরাজয়



দেখিতে দেখিতে ধীরে আইলা ঘনারে
কাল স্বরূপিণী নিশা সে ঘন গহনে,
নিবিড় তমসা বেণে ; সঘন গম্ভীর
নাদে ভীর গরজনে শাস্যারে কাহারে
যেন কুরু ভিন্নকারে,—বস্ত্র পশু যত
ছাড়িলা হকার সবে ; শিহরি বেদিনী
কাঁপিলা সত্তরে যেন দ্রুত পদ-ভয়ে ।
সজনীরে পরাজিতা হেরি, বীর দস্তে
ধনিলা ঘামিনী, দিকে দিগন্ত ভেদিয়া,—
ঘন সিংহ-নাডে ; শাল ভাল বৃক্ষ-তালে
বিজয়-ছন্দুতি যেন বাজারে পবন
সবারে ঘোষিয়া ফিরে । শূন্য ভেদী শির
দাঁড়াল বিটপী যেন প্রেতের প্রমাণ ।
ডাকিল শিররে বসি কুরবে পেচক,
অন্তরে আহ্বান করি । কিন্তু যত আহা
পুষ্পিতা ফলিতা লতা স্বভাব কোমলা,

କାଳ-ପରାଜୟ

ଅମଳ ଧ୍ବନି ଶୁନି ମର୍ମରେ ବିଳାପେ ;
ଢରେ କହୁ ଅହୁତବି ପବନ ପ୍ରତାପ
ଊର୍ଥେ ଚମକିଲା ; କହୁ ଗାଞ୍ଜେ ହଃଧେ ତାରା
ଆନନ ନୋୟାର । ଆହା ନେହାରି ବରତେ
ପ୍ରକୃତିର ଭାବ ହେନ ରହନ୍ତ ପୁରିତ
ଶୁଣ ହତେ ଊଁକି ଦେଇ ଶ୍ଯୋତିତ୍ବ-ମଂଗଳ,
ଂତାର ଆଢାଳ ଦିରେ । ସେ ନିଶେ ଶାରଦା
ବୋହିନୀ ମୁନତୀ କହୁ ଊଁଟିଲ ନା ଧେରେ
ରହନ୍ତ ଭେଦିତେ, ଗ୍ରାସେ ପାଞ୍ଚେ ନିଶାଚର,
କ୍ରୋଧାବିଷ୍ଟ ହସେ ତାରା କ୍ଷୁଧାର ଡାଢ଼ନେ ।

ନିଶାର ତିବ୍ବିର-ଭାର ଧରିଲ କାନ୍ତାର
ଭୀଷଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଏକ ଭରପ୍ରଦ ଅତି ।
ଗନ୍ ଗନ୍, ଧନ୍ ଧନ୍ କରିଛେ ଧରଣୀ ;
ଶୁଣ୍ଠ ଜନ-କଳରବ ତଥା ; ଚଳାହାଲି
କରେ ଶୁଧୁ ବନଚର ସତ, କାଳ-ସମ
ଧରନ-କିହର । ଚକିତେ ଚମକ ଡାଢ଼ି,
ପ୍ରକୃତିର କଳରବ, ଭେଦିଲ ନିନାଦି
ସକରୁଣ ବାରା କର୍ତ୍ତ ମୂରଗୀ ନିନ୍ଦିୟା ।
ଶୁନିୟା ସେ ଯବ ଆହା କ୍ଷଣକେର ଭରେ
ନୀରବିଳ ନିଶାଚର ଈଚ୍ଛାଧାଳେ ସେନ ।

স্তম্ভিতা প্রকৃতি সতী কুহক জড়িতা,—
 অচল অচল প্রায় দাঁড়াল ধমকি ।
 মর্ম্মরিগা পাতা লতা বিলাপে উক্কাসে ।
 বনপথে হা'হুতাস করিয়া ছুটিলা
 উত্তর প্রদেশ পানে, উতল মারুত—
 বর্গিবারে আজিকার কালের কাহিনী ।
 শোক সঘরিয়া বামা নীরবিলা ক্ষণে,
 বাঁধিয়ে হৃদয় যেন দৃঢ় কর্ম্মপাশে ।
 কিন্তু সতী নাহি দোষে বিধির লিখন,—
 রোমে চঃখে, কর্ম্মফল জানি বলবান ।

একাকিনী বসি বামা সাবিত্রী স্তম্ভরী,
 'আধার রজনী-তলে বিজন বিপিনে,—
 সুখতারি খসি যেন লুটায় ধুলায় ।
 মুমূর্ষু পতিগ্ন শির রক্ষি নিজ ক্রোড়ে,
 রহিলা তাকারে সতী তৃষিত নরনে—
 কালবেলা আশ্বাদিত আননে তাহার,—
 কুমুদিনী যেন আহা নশ্বর পানে ।
 অপাঙ্গে বিবাহ-সীর কাঁপিয়া দাঁড়ায়—
 শিশিরের বিন্দু যেন চুলয়ে সমীরে ।
 সক্রমণ স্থির দৃষ্টি পলক বিহীনা,

কাল-পরাজয়

বীরাননা-বিভূষণা সতী-হিয়া-মাঝে
ভরবা-প্রবাহ এক উঠিল উথলি ;
নেত্র-কাট বাহিরয়ে আশা অশ্রুধারে ।
হেমন্তে শারদা-সুধা হৈম রূপ ধরি
পড়িল খসিয়া বেন ধরণীর পর—
সতীর নয়ন-বারি স্বামীর ললাটে ।
নিবিড় ভ্রমসা ভেদি ক্ষীণ দরশন
ভুলিল পশিতে সেই বারিবিন্দু মাঝে ;
ললাটে সে নীর তাই মিলাল ললাটে ।
ভবিষ্যৎ নিরখিয়া পতির আননে,
ঘোর চিন্তাতৃতা সতী উড়িলা নির্ভয়ে
মহিমা-মলয় ভরে, অনন্তের মাঝে ।

স্বাপদে ভীষণ ঘোর গরজন নাহি
পশে সেই চিন্তাধীর বধির শ্রবণে ।
পাদপের পাদযূলে সে ঘোর বিপিনে,
পতি-শির-কোলে সতী নির্ভিক হৃদয়ে
হরিতেছে কাল,—বীণ-কুল যুকে বধা
প্রতিকূল দ্রোতে । মাংস-সুক আছা
স্বাপদ-সঙ্কল চাহে উদাস নয়নে ;
কতু বা কিরিলা ধীরে, সত্তরে সকলে

নীরব ভাষায় ঘোষি বিপদ বারতা,
 পরম্পর কানে যেন; এত হেরি যেন,
 নিয়বিলি কিঁ কিঁ রবে মহীকুহ-রাজি
 শাস্তির স্তবনে করে অভয় প্রদান—
 ধৈর্য ধরিয়া আহা অপ্ৰান্ত রসনা।
 হেন মহাবেশে সতী সাবিত্রী সুন্দরী
 প্রবেশে কোথায় যেন মানসে সহসা
 দিব্যালোক মাঝে এক,—জন্ম মৃত্যু-জ্ঞান
 যথা নাহি ভেদাভেদ। স্বরণে স্বচ্ছায়
 ধরে বিচরিল। সতী যথায় উথায়,—
 বিমানে সলিলে কড়ু। অগম্য অস্থল
 পথ আর নাহি রয়, সাবিত্রীর কাছে।

জ্যোতির্ময়ী সম দরশ-প্রভাবে দেবী
 দেখিলেন আশে পাশে বিকট মূর্তি
 শত প্রেত-ছায়া, লক্ষ লক্ষ নৃত্য করি
 সবে করে দলাদলি। আকর্ণ দশন-
 পাণ্ডি বিশাল-বদন; নরনে কটাক্ষ-
 পাত অরি-কুণ্ড সম উঠিছে অগ্নিরা;
 বেশ-গুচ্ছ শিরে বেন রয়েছে দাঁড়ারে
 উর্জ মুখ করি; গাজ বেশে পৃথকতা

কাল-পরাজয়

নাহিক বরণে । হেন ঘোর ক্লকবর্ণ
মুরতি সকল মুহূর্তের পরে ধীরে
হইলা বিলীন, ভয় প্রদর্শিণী ; কিন্তু
সতী নাহি' ডরে তার তিলেকের ভয়ে,—
দিব্যলোক মাঝে থাকি । স্থীরা ধীরা বামা
গষ্ঠীরা মুরতী ধরে দৃষ্ট প্রলয়ের ।

সহসা সে নীরবতা, ঘন তমঃ ভেদি
ভাতিল উজল এক মহীয়সী প্রভা,
ঝলসি কানন বেন করজালে তার ।
পলকের মাঝে তথা হইলা উদয়
দিব্যাকার মহাজন, বিশাল মুরতি
এক,—দাড়াইলা তথা আসি মহাকাল ।
কাঁপিলা ধরণী বেন প্রলয় সভয়ে,—
ভূমিকম্পে নড়ি গিরি উগ্গারি অনল ।
বিশাল বিকৃত ঠাট সুদীর্ঘ বিগ্রহ
উজ্জল স্তম্বর ; কিবা প্রশস্ত ললাট ;
ক্রমুগল শোভে তার ইন্দ্র-চাপ সম,
(কিংবা সূত্র মেঘ-মালা শারদ-প্রদোবে ।)
আকর্ণ শোভিত হুঁটি আরত নক্ষত্র ;
অধ্য-বণি তারা হুঁটি ভাসে তার বেন

সার্বভৌম সমান আছা সুনীল গগনে ।
 ক্ষণেকের ভরে পাতে কার সাধ্য হেন
 নয়নে নয়ন । খগরাজ-বিনিম্বিত
 নাসিকা গঠন ; ইন্দ্র-বজ্র জিনি বাহ
 আজ্ঞানু লম্বিত ; তার নথরে নথরে,
 প্রকাশিছে তেজঃপুঞ্জ দামিনী-আকার ।
 কারুপক্ষ কেশ শিরে পড়িছে চলিয়া
 স্বল্প পরে । বিম্বিত বিভূষিত আছা
 হিরকরতনে, কিবা যুকুতা ঋচিত
 মুকুট ভূষণ তার শোভে শিরোপরে ।
 ললাটে সিন্দূর রেখা দ্বিগুণ বাড়ায়
 জ্যোতিঃ, যেন মুনিগণ দেখেন আহুতি
 সাগরের কূলে বসি দিবা অবসানে,—
 (কিংবা আঁস্ত দিবাকর গোধূলি-ললাটে)
 পাশ-দণ্ড শোভে করে ভীষণ আকার ।
 হেনরূপ ধরি তথা হইলা উন্নয়
 ধর্মরাজ, উদ্ভাসিত করিয়া গহন ।
 অপূর্ণ মূর্তি হেরি, ভয়প্রদ অতি,
 চমকিল চরাচর সত্তরে শিহরি,—
 চমকিলা সতী ; আছা নয়নে তথাপি

কাল-পরাজয়

দ্বিরদৃষ্টি সুকোমল পতি-মুখ পানে ।
হেরি নর-দম্পতিরে হেন মহাবেশে
কার নাহি গলিবে রে হিরে ? তাই আজি
কঠোর করম-ভারে পাবাপ হৃদয়
উঠিল বিলাপি নিজে ধর্মরাজ কাল,
পাশরি কঠোর ব্রত । ধনিয়া উঠিল
তথা মহা কোলাহল সত্তরে স্বাপদে ।
ছুটাছুটি হটাছটি পড়ি গেল জ্বাসে ;
গহ্বরে কন্দরে ছুটে কেহ বা প্রান্তরে,
ষোড়ি সবে পরম্পরে বিপদ বারতা,
মহা কলরবে । কিন্তু নিশা অবসান
ভাবি কুহরিল শাখে বিহগ নিচর ।

চেতনা লভিয়া ধর্ম কহে মধুস্বরে;
সস্তাধি সত্তরে আছা অতি সন্দেহে,—
“অহুগম হেরি তব গুরুপ-মাধুরী,
জোছনা-চিকন কান্তা, পূর্ণ স্নেহাধার,
পতিব্রতা, পবিত্রতা, প্রেমের পাথার !
লো সুন্দরি ! নিজে আজি হের লো শমন
হুয়ারে তোমার ; লাজে মরি বাখানিতে
কঠোর কামনা ।” এত কথা বুঝি হার

নারিল পশিতে সেথা সাবিজী-প্রবণে ।
ক্ষণেকের পরে যবে ভাঙ্গিল স্বপন,
তাকাইলা ধীরে সতী শমন-বয়ানে,
নেহারিলা সৌম্যমূর্তি অধদৃষ্টি লাজে,—
সৌদামিনী হেরি যথা লান দিবাকর ।
কহিলা কাতরে সতী সস্তাষি শমনে
স্নমধুর ভাবে, আহা বীণার বন্ধার
বেন শ্রুতি আমোদিল,—“কহ গো অতিথি!
কিবা হেতু আগমন এ দীনা সকাশে ?
চাহ যদি পতি মোর, অতিথি সেবার
হতেছে সংশয় তার, পারি কিবা হারি ।
সতীরে বঞ্চিতা তার সার পতি ধনে
পড়িবে কালিয়া তব শ্রেয় ধর্ম নামে ।”
সন্নয়ে রোখিল কণ্ঠ ; আনত আননে,
নির্ঝাঁকু রহিলা ক্ষণে দাঁড়ায়ে শমন ।
করিলা মিনতি বন্দ করি বোড় কর,
“অতি সত্য জানি সতি, তব অনুমান ।
দুস্ত মোর বানি পরাজয়, আসিয়াছে
নিজে ধর্ম ব্রত তার করিতে ল্যাখন ।
করি গো মিনতি, তাই কহিতে সন্নয়,

কাল-পরাজয়

ছাড়ি দেহ পতি-দেহ এ কালের করে ।
জানিও নিশ্চয় আজি ধরম আমার
নিধন-করম-ব্রত । ধরমে প্রমাদ
কতু ঘটায়ো না সতি ! সুশাস্ত মুরতি
হেরি সাধ হর মনে, চিরায় সধবা
তোমা রাখি এ বরতে, সতীকুল মাঝে ।
কিন্তু বোর সাধ হায় বিফল সকলি,
আমিও করমে বাধা সে রাজ-ছয়ারে ।
তোমার করুণা যাচি তাই উভরায়,
টুটিতে বাসনা বোর পণ্ডের পল্লব,—
প্রয়োজন মানিয়াছে আপনি বিধাতা ।
ধরম করমে যদি বটে পরমাদ
স্বর্ণ মর্ত্য হই লোক বাবে রসাতলে ;
স্বার্থ হেতু ঘটায়ো না এ হেন বিভ্রাট ;
না হর সময় সতি ! বাড়িবে জঞ্জাল ;
দেহ ছাড়ি কৃপা করি তব পতি-দেহ ;
লয়ে বাই সেই স্থানে, বেধা ভগবান
রচেনে মনোমত সুরম্য প্রাসাদ ।
প্রাসাদের প্রতি চুড়ে উড়িবে পতাকা ;
'জয় সত্যবান্' তথা রহিবে খচিত

অক্ষর আকারে ; বহু দাস দাসী তথা
 নিয়োজ্জিবে দিবানিশি পদ সেবে তাঁর ।
 গাঁথি লয়ে পারিজাত মন্দারের মালা,
 আসিবে সজনী সেথা লয়ে ডালা ভরি ;
 নিত্য আসি সেবি কত দিবে উপাদান ।
 সন্ধ্যা কত তারা-ফুল করি বরিষণ,
 পূজিবে সতত লাজে তারসী ভেদিয়া ;
 মাখি লয়ে নিত্য নব কুম্ভ-সৌরভ,
 ভৃত্য ভাবে বোড় করে বিলাবে আসিয়ে
 আপনি পবন তথা দেবের আদেশে ।
 ধরি করে সত্যদেব আপনি তথায়
 সুরচিত সিংহাসনে দিবেন বসায়ে,
 জতি সমাদরে তাঁরে । আজি এ নিশীথে
 পবিজ্জিবে পতি তব ত্রিদিব-আলয় ।
 রহেছে দাঁড়য়ে আহা স্বরগ ছয়ানে,
 বত সুরবালাদল কাতারে কাতারে,—
 গাঁথি লয়ে রাশি রাশি ফুল-মালা করে,
 দেবপদে আজি তাঁরে লইতে বরিয়া ।
 নিত্য নব বেশভূষা আদি অঙ্গরাগে
 নৰ্ত্তকীর দল আদি গাহিবে নাচিবে—

কাল-পরাজয়

অপূর্ব রাগিনী, মরি মধুর রণনে,—
উদ্ভাসিত করি কত সেথাকে ভবন।
প্রভাতে প্রদোষে বসি পিক-দারাদল
ভুলিবে পঞ্চমে তান বিটপী বিটপে।
এ সব নিনাদ বহি শ্রুতিপথে তাঁর,
ভ্রমিবে পবন, যেথা যা পার কুড়ারে।
পতি ভব বিরাজিবে এ সব মাঝারে,
মনের হরিষে কত। সত্যী স্বামী ভূমি,
পতির স্ত্রের বাধা সাজে না তোমার!
তাজ তবে পতি-দেহ এ কাল-সমনে ;
অতি সমাদরে তাঁরে লয়ে যাই তথা,—
যেথা রয়েছেন দেবরাজ ইন্দ্র মহারতি।
বিধির নিয়মে সতি, হইলে সময়
তোমারেও লয়ে যাব সে স্থখ আশাসে ;
কহিলু তোমারে সত্য,—সাপেক্ষ সময়।”
এত কহি নীরবিলা প্রবোধি বায়ার
খন্দরাজ, নিজ ব্রত করিতে সাধন।

এতক বচন শুনি স্থা-ররিষণে,
পাশবিলা নিজ পণ সাবিত্রী স্তম্ভরী
সুহকে মজিয়া। ছাড়িয়া পতির শির,

দাঁড়াইলা ক্ষণে বামা করি বোড় পানি ;
 সুখাইলা পরে ধীরে মধুর বচনে,—
 বীণা কণ্ঠে বেন, “কহ হে রাজন্, মোরে
 কহ সত্য করি, থাকিবে কি স্বামী মোর
 স্বরগ আবাসে সুখে ? দাস দাসী বত
 করিবে কি নিত্য আসি পদ সেবা তাঁর ?
 কিন্তু মোর সেবা বিনা হার কিবা নাথ
 হবেন তথায় তুষ্ট ? রাখ রাখ দেব
 সতীর মিনতি, চল মোরে লয়ে সাথে ;
 আরিও সেবিব তাঁর দাসী-দলে মিলি।”

এতক্ষণে ধর্মরাজ মিলিলা সমর ;
 পলকে গইলা হরি প্রাণ-পত্তি-প্রাণ
 পাশাবদ্ধ করে ; কহিলা অমির ভাবে,—
 “যাও সতি ! যাও জব গৃহে ফিরি এবে ;
 পাল গিন্না সতী-ধর্ম । পত্তি তব আজি
 দেবরাজ সহবাসে চলিল স্বরগে।”

এত কথা কহি যম উড়িলা নিমেষে,
 শূত্র পথে বায়ু-রথে মেঘলোক ভেদি,
 আপন ছয়ারে লয়ে ।

আইল বনিয়া

কাল-পরাজয়

পুনঃ অঙ্ককার, ব্যঙ্গ করি খিল্ খিল্
উঠিল হাসিয়া ; হহ-রব করি তথা,
যেন কত শোক ভরে বহিল পবন ;
কুরবে পেচক পুনঃ উঠিল ডাকিয়া ।
এতক্ষণ উৰ্দ্ধ নেত্রে, আছিল নিরখি
শমন গমন সতী হতাস নয়নে ।
কিন্তু যবে মিলাইলা দরশ বাহিরে,
পড়িলা আছাড়ি দেবী শব-দেহ পাশে ;
“হায়, হায় !” উচ্চারিলা আভাহীন মুখে ।
জড়িত্ত বেন সব সে রব শুনিয়া ।
হিয়ার নিভৃত কোলে, নীরব ভাবায়,
সকলি কামিল যেন, “হায়, হায় !” করি ।
বাড়াইয়া গভীরতা, মরমে মরিয়া,
কামিলা পাদপ-রাজি বিধানি বিধানে,—
সোহাগিনী সাথে যেন ; কামিলা তাবুক,
করনে আঁকিয়া ছবি বিরলে থাকিয়া,—
শক্তিশেল সম বিদ্ধ বিরহ বেদনে,
অবলা যুবতী সাথে । হায় আজি নিশে,
কি-পাপে পাপিনী হয়ে. হইলা বক্ষিতা
সতী পড়িলেনে । কি হেতু অধর্ম করি,

লইলা হরিষে আজি আপনি ধরম
 সতীর মুকুট! কেন বা মজিলা, সতী
 বক্তৃতা! বিস্তাসে! কেন সম্মুখে তাহার,
 ড্যামিলা সে পতি-অঙ্গ প্রভাব ভুলিয়া!
 এই কি হে ধর্মরাজ ধরম তোমার,
 কবিত কাঞ্চন পড়ি ধূলার লুটায়!
 এত কি হে সহে প্রাণে!

কত কাঁদি আহা

পড়িলা লুটিয়া সতী পত্তি-দেহ-পরে।
 আপন অঞ্চল তুলি, মুছাইয়া দিলা
 পত্তির বদন, কত ভাবে ধীরে ধীরে।
 নিরখিয়া আভাহীন নয়ন যুগল,
 শোক-বীচি হৃদি-তটে পড়িল আঘাতি।
 একাকিনী বঁসি সতী কুটিল কান্ধারে,
 কত বে কাঁদিলা আহা, কি কব কাহারে ;—
 স্নাজি কোন ভাবে! অঁাধি-নীল করে যেন—
 হিমাচল হৈম চূড়া ধসিয়া ধসিয়া,
 ব্যথিতা ধরনী পরে পড়ে রাশি রাশি,—
 ভগ্ন অক্ষর বলনিল বারে বারে ঝড়ি।
 শিশির আসারে শিক্ত শ্রামল হৃদয়

কাল-পরাভয়

পৃথিবী না পারি তাই সে শোক সহিতে,
চাহিলা পলাতে যেন বারিধি অন্তলে,—
সমগ্র সৃজন বক্ষে জুড়াতে সে জালা।
কর্ভবোর ভয়ে শুধু নীরবিলা দেবী।
নীরবিলা চরাচর বত, ক্ষণ পরে।
প্রাচীর হুমার হতে এত পরে শশী,
তুলি শির, উঁকি দেয়,—আধ লাঞ্জে কাটা;
(কিংবা ত্রাসে লুক্কায়িত শির-আভরণে।)
হেরি সতী-অল-রাগ ধূলায় ধূসর,
কছু হাসে মূঢ় হাসি রস পরিহাসে।
অপূর্ব স্বরূপ তবু উঠিছে ফুটিয়া,—
প্রভাত অরুণ যেন কুহেলি আবৃত।

উদাস নয়নে চাহি, বস্ত্র পশু বত
রহিল দাঁড়য়ে; হিংসা-বৃত্তি যেন তারা
জ্বলেছে সকলে। হাস, না জানে রোদন
তারা মানবের প্রায়, নহে উচ্চ রোগে
কাঁদিয়া কাটাভ বন, আজি সতী-শোকে।
বিরহিনী নাহি তথা, তোলে কুলুভান;
কাঁদে শুধু লতা পাতা বিল্লির নিনাদে,
সতী সাধে,—বুঝি রসালয়ের অন্নি ভয়

আখিনের ঝড়ে,—(তবু রয়ে আঁকড়িয়া
পতি-দেহ সতী, শুধু যুঝিবারে যেন
শমন সহিতে সেথা গতাকুলরাণী ।)

এতক না হেরি বামা কান্দিতে লাগিলা ;
কতই চিন্তিলা মনে,—“কি করি উপায়,
কার কাছে যাব নাথ ! কে দেখাবে পথ,
কোথা বা আশ্রয় মোর, আরাধ্য দেবতা !
তুমি যে ভবন মোর, ভুবনে আশ্রয় !
তোমা হারা হয়ে তবে দাসীর আশ্রয়
কেমনে সম্ভবে ? দাও দেব, দাও গুরু,
দাও স্বামী ? দাও প্রাণ, দাও উপদেশ !
উপদেশে মুক্ত-কণ্ঠ সদাই তোমার,
জবে কেন তাকাইরে বিদেশীর প্রায় !
কহ কথা একবার ও স্নেহা-বদনে ;
একবার, একবার, জুড়াই শ্রবণ !
শরতে শারদা হাসি নিত্য নব যার
খেলিও অধরে কিরে ; মন প্রাণ মোর,
নাচাইত এক করে মিলারে মিলারে,
তালে তালে তার,—বখা শশী সজরীরে
নাচার আগন তোলা, নিভৃতের কোলে ।

কাল-পরাজয়

কেমনে সে হাসি আজি ভুলিলে হে নাথ,
অবলা কাঁদাতে ? কহ নাথ, এবে তব
আত্মাহীন শশিমুখে কেমনে তাকাব ?
সুনীল সরসী মাঝে ফুল কোকনদ,
মলয়ে সোহাগ ভরে ছলিয়ে ছলিয়ে,
আপনা পাশরে ষথা, বিভোর প্রেমিক ;—
সেইরূপ হিয়া মাঝে লুকায়ে ছলিছে,
হাসি হাসি মুখ ধানি ; কিন্তু আজি হাস,
কদলি পাদপ সম কাল বাতে শায়ি,
জ্ঞান হীন স্বামী। উঠ ধীর ! উঠ
প্রাণ-বল ! তোমা সম প্রেমিকের কহু
সাধে কি এ বেশ ? তবে যদি বিধি হয়,
লিখেছিলা ভালে মোর বিরহ তোমার,—
কহ তবে, কোন দোষে, °ত্যজিলা অকালে,
নেহমর স্নেহময়ী জনক জননী ?—
যাদের স্নেহের বশে, হরন্ত কাননে
পশি কাঁঠ আহরণে, সহিছ সকল,
আজি কাল নিশা-ক্রোড়ে। কেমনে ভুলিব,
সুন্দরী তান সম মধুর প্রলাপ !
প্রতিধ্বনি সম এ যে বাজিবে শ্রবণে,—

তুবায় অরাসে হিয়া । হায়, শেল সম,
 চিরদিন বিধিবে যে পরাণ পরশি ;
 হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ি হায়, খণ্ড খণ্ড করি,
 উপাড়ি ফেলিবে ঝড়ে, বিরহ-পবন ;
 মৃশ্চিক-দংশন সম দনশিবে কতু ।
 এত ব্যথা সবে প্রাণে, কেমনে বিখাসি !
 যাই তবে, তব সাথে ত্রিদিব কানন ;
 সেথায় সেবিব নাথ চরণ ছ'খানি ।
 কেমনে ত্যজিব আরি তোমা পরবাসে,
 একেলা স্বরগ পথে শমন সহিতে ?"
 এত কহি, জানাইলা আপন বারতা
 সতী পবনের মুখে । ছুটিল পবন,
 অনন্তে বহিয়া ডরা এতেক কাহিনী ।
 অপূৰ্ণ প্রতিভা পুনঃ উঠিল ঝলসি,
 অচলা অটলা বামা, সুদৃঢ় কাবনা,
 বন্ধ পরিকরে যবে উঠিলা দাঁড়ায়ে ।
 কার সাধ্য ভাঙ্গিবারে পতিব্রতা-পণ ।
 চরকিলা ধর্মরাজ ; নড়িল স্বরগে
 সতী অমলল নামে, অত্যাচ নিরুনে ;
 টলিল মুকুট হায় দেবরাজ শিরে ;

কাল-পরাঙ্কর

এমাদ গণিলা ব্রহ্মা কটিনী পাতিয়া ।

অশনি-গমনা দেবী, অতি পতিব্রতা,

আদর্শ রমণী সতী, হিন্দু-কুলরাণী

পলাকের পরে যেন শমন পশ্চাতে,

উড়িলা বিমানে ধেয়ে । উচ্চ শির বত

শাল তাল বৃক্ষ-রাজি নোয়ায়ে শরীর,

সমস্বমে সবে, তারা ছাড়ি দিল পথ ;

ঝটিতি আইলা ধেয়ে ঝটিকা বহিয়া,

ঘন ঘন শ্বাস ত্যজি, অতি শ্রান্ত হয়ে,

অসীম উত্তেপে,—যেন “হায়, হায়” করি,

ছুটে চলে জানাবারে বিপদ বারতা ।

হীন প্রভা তারাগুলি নীলিমে থাকিয়া,

রহিলা তাকারে যেন বিস্মিত নয়নে ।

এই রূপে অঘটন ঘটায়ৈ স্কুলি,—

পর্কত শিখর, কত বন উপবন

লজ্জিয়া চলিলা সতী কোন্ মহাদেশে ।

পশ্চাতে পড়িল যারা, স্তম্ভিত সকল ।

অবলম্ব ঘণ্টা শুনি, স্বরগ গমনে,

শবদের মল কড়ু স্থির নাহি রয় ।

যায় অজ, যায় চকু নাছিল সহসা ।

এত দেখি, এত শুনি, বুঝিল শমন,
 যটে বুঝি পরমাদ দৈবেরে লজ্জিয়া ;
 ধরম করম বুঝি যায় রসাতলে ।
 ঋণ্ডিল বুঝি বা আচ্ছি বিধির লিখন
 এত ভাবি মনে মনে চলিলা শমন,
 অশ্রমন হয়ে হায় জ্বিদিব জ্বারে ।
 হেন কালে দূর হতে, নারীর রোদনে,
 “তিষ্ঠ, তিষ্ঠ,” ধ্বনি আসি পশিল শ্রবণে ।
 চাহিরা চমকি পিছে, দেখিলা বিস্ময়ে,
 সাবিত্রী আসিছে দূরে পিছনে ছুটিয়া ।
 আশ্চর্য্য কীরিতি হেরি, চলে না চরণ ;
 রহিলা দাঁড়ায়ে বম জড়ের সমান ।
 ভয় প্রদর্শিয়া পরে, কহিলা সত্তরে
 তবু,—“কহু হও সতি ! হয়ো না চঞ্চলা !
 দেহী-অধিকার হেথা, কভু না সম্ভবে ।
 যাও কিরে প্রাণ লয়ে, যদি চাও কভু
 আগন মঙ্গল , আহা, নহে জানি আমি,
 দূতগণ আসি মোর বধিবে পরাণ
 তব, কহিলু নিশ্চয় । পালিও ধরম
 সতীর জীখন-ব্রত । নহে শব-দেহ,

কাল-পরাজয়

শৃগাল কুতুরে ছিঁড়ি, করিবে ভক্ষণ!"
সকোচে চমকি যম আপনা আপনি,
রহিলা নীরব যেন শত অপরাধে ।
“কি বলিলি রে শমন ?” কহিলা সাবিত্রী,
সকোপে উচ্চারি যেন মর্ন্মাহতা হয়ে,—
“সতী আমি, যদি কভু করে থাকি নিত্য
স্বামী-পূজা, স্বামী বিনা যদি কভু নাহি
জানি আর, কার সাধ্য পরশিতে আজি
পতি অঙ্গ যম, মোর আদেশ বিহনে ?
পতি অঙ্গ ছিঁড়ি মোর করিবে ভক্ষণ,
এত কি শক্তি ধরে ছরস্তু খাপদ ?
কে তোরে ঠেকায় দেখি যম হাত হতে !
এ কথা বলিতে কিরে, গেল নাকি তোর
কাটিয়ে হৃদয় ? কেন তবু জিহ্বা তোর
গেল না খসিয়ে ? জানি আমি তোর মত
নিষ্ঠুর নির্মম, আর নাহিক জগতে !
মাতৃ-অঙ্ক হতে, কাড়ি লও তার তুমি
নয়নের মণি সম প্রাণাধিক ধন ।
অথলা যুবতী-রূপে হিংসার কাটিয়া,
ছিনাইয়া লও তার হৃদয় ছিঁড়িয়া,

এক মাত্র স্বামী-ধন !' বিদেশিনী প্রায়,
 কক কেশে শুভ্র বেশে কিরাও হয়ারে,
 ভিখারিণী প্রায় তারে ! দেখ রক্তরস,
 ডুবায় পঙ্কিল জলে সুবর্ণ-ভরণী !
 স্বামীর পরাণ মোর দাও যে কিরায়ে,
 কেমনে পরাণ ধরে তোমারে বিশ্বাসি !”

সকোচ হৃদয়ে যম, কহিলা কাতরে,—

“কম সতি ! দেবী তুমি, কম অপরাধ,—
 ক্রমে জননী যথা সন্তানে তাঁহার ;
 প্রেয়স সভরে আমি কহিছ এতেক ।
 যাও কিরে যাও গৃহে রাখিবে মিনতি !”
 এত শুনি উত্তরিলা সম্মেহে সাবিত্রী,
 ছুলিয়া শমন দোষ, স্বরিয়া আপনে,—
 “একি কথা শুনি আজি তব সুখামুখে,
 ধর্মরাজ ! কে কোথায় কবে শুনিয়াছে
 পতিহীনা সতী স্ত্রী ? হরোনা নির্দয়
 এত অবলার প্রতি ! এ ভব মাঝারে,
 পতি বিনা নাহি জানি সুখ কিছু আর ।
 বিচক্ষণ বুর মনে ; ধর্মরাজ তুমি,
 পতি ছাড়া অবলার কি আছে জগতে !

কাল-পরাজয়

পতি ধর্ম, পতি কর্ম, পতি ব্রত মার,
পতি গতি, পতি স্থিতি, পতিই আধার
রমণীর জ্ঞান যেন! এ সব কথাও
কিহে ভুলেছ ধরম? তবে কেন হার,
দীনা, হীনা, পতিপ্রাণা হুঃখিনী কান্তারে,
সেই স্বামী ছাড়িবারে কহ বারেরবার?
করি হে মিনতি দেহ আদেশ আমারে,
চলে যাই যথালয়ে বোর স্বামী-ধন
করেন গমন। থাকি তাঁর সহবাসে,
দাসী-কুল মাঝে আমি সেবিব যতনে,
ও পদ হুঁখানি তাঁর। নিত্য অভিনব
কুসুম চরন করি,—কহিলে যেমন,
দেখিবে তেমন তুলি. দেখিবে কেমন
মনোমত্ত মাল্য রচি সাজাব ঠরল।

আহা বুঝি আর কেহ নাগিবে তেমন—
নিত্য ফুল উপাদানে ভোষিতে পরাণ।
এটুকু মিনতি দেব, ঠেলটুনা হেলায়!”

এত শুনি বাকহীন কণেক শমন
নিষেধ নয়নে চাহি, রহিল! দাঁড়ারে;
অটলা জানিয়ে তার এতেক মাসনা,—

নারিলা করিতে ক্ষণে নিজ মতি হির।
 ক্ষণ পরে বমরাজ কহে স্নেহ-ভরে,
 কি ভাবি তুলাতে তায় মধুর বচনে,—
 “শুন সতি! অঘটন ঘটায়েছ তুমি ;
 দেখায়েছ নারী-কুলে সতীত্ব-প্রভাব।
 হেরি তব দৃঢ় পণ, হয়েছি আপনি
 মন্ত্রমুগ্ধ ফণী সম। করি আশীর্বাদ,
 আদর্শ রমণী হয়ে থাকিও ভবনে।
 তবু বর লহ সতী যা চাহ আপনি ;
 পতি ভিক্ষা দান শুধু কর না মিনতি।
 সম্বল হয়েছি আমি প্রয়াসে তোমার,
 যেবা ইচ্ছা হয় বর করহ গ্রহণ।”

যাচি দিতে চাহে বর শমন সুমতি,
 শুনি সতী ভাবে মনে,—“কি করি প্রার্থনা ?
 পতি-ছারা বিনা হেথা মরুভূমি যাবে,
 বিলুপ্তবানি বরযিগ্না কি করিবে হার!
 স্বার্থে কাম নাহি মোর বুঝিছ নিশ্চয়।
 তবে মাগি বর, বাহে খণ্ডন স্বাস্তকী,
 নব চক্ৰদান লভি, যাগিবে জীবন।
 তবু তার মানি লব জনম সকল।”

কাল-পরাজয়

এত ভাবি মনে মনে কহিলা প্রকাশে,
“অধি হীন হের মোর স্বপ্ন স্বপ্নভী,
বহু জালা সহে তারা নয়ন বিহনে।
তঁাহাদের কর দেব পুনঃ চক্ষু দান।”
“ভবতু,” বলিয়া যম প্রশারিলা পাণি।
“কিরে যাও এবে সতি তব নিজ গৃহে ;
বিলম্ব কর না আর, সেব গিয়া স্বরা
তঁাদের চরণ, বুঝাও তঁাদের দৌহে
প্রবোধ-বচনে।” এত কহি, ধর্মরাজ
কিরিলা আবার ধেরে, স্বরগের পানে,
বৈজ্যতিক বেগে। কিন্তু সতী সুলোচনা
রহিলা দাঁড়য়ে তবু বিরস হৃদয়ে।
পদ কভু না চাহিল কিরাবারে গতি।
কাল মেঘ মালা প্রায় প্রাবৃত্ত গগনে,
সুগ্রহে ঢাকিল যেন অর্ধ নিশাবোগে,—
যতেক ভাবনা আহা সে সুখ আননে ;
বাহিরিল মাঝে তার তেজঃপুঞ্জ কভু,
আশার খেলিরা ; নীরবে হানিল বহু
বিরহ বেদনে কাটি, শমনের পানে।
কহে সতী কত কাঁদি, অচল উলারে,—

“কোথায় কিরিব আমি, কার কাছে যাব!
 কে আছে আপন জন, তোষিতে তেমন,
 মধুর বচন কহি,—কেবা মোরে আর!
 প্রাণ নাই দেহ টুকু ক’দিন জিহব!
 বসন্ত হারিয়ে পিক রহে কত দিন!
 মধুচক্র বিনা বাঁচে কবে মধুকর!
 হার যবে ফিরে যাব কুঠির ছয়ারে,—
 অকালে অনৈষে যথা ছপুরে আঁধার,
 কেমনে হেরিব আমি এ দশা তাঁহার!
 স্মৃধাতুর স্মৃধাতুরা পিতা মাতা তাঁর,
 পদ-শব্দ পেয়ে মোর আসিবে ছুটিয়ে,
 ঠাঁড়াব সে দ্বারে যবে, কি কব তাঁদের,—
 ‘এস বৎস,’ বলি যবে প্রশারিবে কোল!
 ভূষিত নয়নৈ যবে ব্যাকুল পরাণে,
 না হেরি কুমারে দৌছে জিজ্ঞাসিবে মোরে,
 (স্নেহের পেষণে মোরে পিষিয়ে নুতন—
 নব আঁধি পেয়ে তাঁরা আমারি কারণ,)
 ‘কত দূরে পুত্র মোর, কোথা রেখে এলি?
 একাকী কোথায় তারে আইলি ছাড়িয়ে,
 নিশিখ আঁধারে?’ আহা কাতরে কহিয়ে,

কাল-পরাজয়

করিতে গল্পনা কত ; হায় রে কি করে,
বুঝাব তাঁদের তবে, কি কব তাঁদের !
কি ভাবে বা উচ্চারণ ছঃর্ভাগ্য-কাহিনী,
হায় কোন পোড়া মুখে ! কেমনে অভাগী
সহিবে সে বিষ জালা । কোন্ করে আজি,
হায় ; কোন্ প্রাণ ধরি, বৃক্ষচ্যুত ফুল
ছ'টি,—আধ ফোটা অঁধি, ধণ্ড ধণ্ড করি
ভাগাব সলিলে !—প্রাণ ভরা আশা টুটি,
ভেসে যাবে হায় তাঁরা ছরাশা মাঝারে ।
“হায়, হায় !” করি যবে, ভগ্ন হৃদে তাঁরা
করিতে রোদন ; গণ্ড বাহি অঁধি-নীর
হইবে প্লাবিত,—হায় কোন্ করে করি,
মুছাইব তায় ? যবে নারিয়ে বহিতে
তারা শোকভার হৃদে, লুটিবে ভূতলে,
আছাড়ি কাছাড়ি পড়ি,—রাধিব তাদের
কেমনে সাঙনা করি ? কে আছে আমার,
হায়, কেবা কবে মোরে যোগ্য প্রতিকার ?
ধন জন, আশা ভরা, সকলি যে আজি
দ্বিগাছে চলিয়া স্বামী সাথে ; কহ মোরে,—
কে আছে কোথায় তবে আপনার জন !

বড় ব্যথা প্রাণে! হায় নারী—কর-ভূষা,
 ইন্দ্র-বজ্র সম মোর লোহের বলয়,
 প্রাণে প্রাণে বাঁধা আছে একেতে মিলিয়া,
 কেমনে টুটিব তায়! হায়, কোন প্রাণে!
 ছিঁড়ে যাবে হৃৎপিণ্ড এ বাঁধা ছেদনে।
 ললাটে সিন্দূর রেখা শুভাঙ্কিত তাঁর,
 সিঁথে স্মৃতিটুকু হায় ঘুচাব কেমনে!
 কেমনে মুছিব তায়, এ প্রাণ ধরিয়া!
 এ শু কভু সহিবে না হৃদয়ে আমার!
 যাক প্রাণ, থাক প্রাণ, কিরাব শমনে।”

এতক চিন্তিয়া সতী হল অগ্রসর
 শমন পশ্চাতে। “তিষ্ঠ. তিষ্ঠ!” রবে হায়,
 করুণ রোদন পুনঃ শুনিল শমন।
 ফিরে দেখে সাবিত্রীর পুনরাগমন।
 অচলা অটলা বামা কুহক বচনে,
 দাঁড়াল আসিরে ধেরে সন্মুখে তাহার।
 হেরি যম উচ্চারিলা সঙ্করে বিশ্বয়ে,—
 “একি নারি! হেথা তুমি আস কি কারণ?
 পলাও, পলাও দ্বরা, নহে যাবে প্রাণ।”
 কহিলা সাবিত্রী, তবু কাতর বচনে,—

কাল-পরাজয়

“বধ মোরে তাহে মোর নাহিক বিবাদ ।
ধর্মরাজ তুমি দেব! না কর বর্জন
কতু অবলা আশ্রিতে । কলঙ্কিত হবে
ভায় তব মহানার ; আশ্রিতে আশ্রয়
দান ধর্মের প্রধান । ধর্মের বচন
কর না হেলন । স্বামী সাথে যাই আমি,
দেহ পদাশ্রয়,—যথা লয়ে যাও তাঁরে ।
নহে মোর স্বামী-ধনে দাও হে কিরামে,
কিরে যাই তাঁরে লয়ে আপন আলয়ে ।
একাকিনী হেরি হায়, আমারে তাঁহার
জনক জননী আসি, সুধাধেন যবে,—
‘কোথা রেখে এলি ওলো, মোর সত্যবানে ?’
কি কব তাঁদের ? হায়, আমি কি বলিয়ে
বুকাব তাঁদের ? আহা যবে আছাড়িয়া
পড়িবে পুরতে মোর স্তনি এ ব্যরতা,
কেমনে ভোগিব আমি দম্পতী হৌহারে—
নরনের মণিহারা ? হেন অঁধি দানে
বল হবে কিবা বল ? পুঞ্জ বিনা যদি,
চির ভরে রহে পুরি যেমিমা অঁধার,
নরনের কীণ দৃষ্টি কি করিতে পারে ?

তবে বল কোন্ খানে প্রার্থনা পূরণ?

শুধু প্রবঞ্চনা! ধর্মরাজ, কর তবে

বাসনা পূরণ, যদি যাচিয়ে দিয়েছ!”

দোলুল মানসে তবে কহিলা শমন,—

“ভোবিত হয়েছি সত্তি! রমণী-মণ্ডলে

তব গুরু-ভক্তি হেরি। লহ তাই বর,

যা দিব আপনি আম পুরাতে বাসনা।

হৃত রাজ্য পুনঃ তাঁরা পাবেন কিরূপে,

নরনের তৃপ্তি হেতু।” সম্মেহ বচনে

কহিলা আবার ধীরে,—“যাও সতী কিরে,

রাজ-কুল-বধু তুমি, সেব গে যতনে।

কর না বিলম্ব আর অনর্থ বিবাদে;

লগ্নবেলা প্রায় মোর হয়েছে অতীত।”

• এত কহি, নিজ কাজে চলিলা শমন।

এতক্ষণে কত দূর গিয়াছে শমন,

কত নদ, নদী কত, গহ্বর, কন্দর,

পর্কত শিখর কত কেলিয়া পিছনে,

চলিয়াছে যম। শুবু পিছনে তাকার

সদা, বহু দূর যায়। আসিতেছে সতী,—

বহু দূর গিয়া পুনঃ দেখিলা সতরে;

কাল-পরাজয়

স্পন্দিত জ্বরে তবে উঠিল তরঙ্গ।
কল্পনা কটিনী পাতি, গগিল তখনি
প্রমাদ ঘটন;—মানব-অগম্য পথে
কেন আসে সতী!—“হায়, আজি কোন দেবী
নারী-রূপ ধরি যোরে করে প্রবন্ধনা!
তবে কেন বিধিলিপি করিবে খণ্ডন!”
এত ভাবি, আপনারে তোবিলা শমন,
আসন্ন আপদে। ধীরে ধীরে অগ্রসরি
সাবিত্রী নিকটে, বোড় কর করি ধর,
সম্ভাবি অমির ভাবে, কহিলা কাতরে,—
“করি গো মিনতি দেবি! রাখ লো ধরম;
স্বৈচ্ছায় কিরিয়ে যাও স্বর্গহে তোমার!”
আশ্চর্য্য সতীর পণ; শুনি সব কথা
শমনের সুধা-মুখে, করে অট্ট হাস ..
সতী, পাগলিনী প্রায়; অশনি খেলিল,
পতিহীন হীনপ্রভা চন্দ্রাননে ভার
মেঘেত্র ভেদিয়া যেন; বারিধারে বাপি
হল বরিষণ; কিবা, এ দৃষ্ট হেরিয়ে,
শঙ্কিত শমন তথা রহিলা ঝাঁড়ারে,
অর্ধি হৃদি, অধোমুখে। ব্যঙ্গ করি যেন,

কহিতে লাগিলা সতী.—(ধরারে সরস
 কুঞ্চিত, ললাট-পটে, তীব্র তিরঙ্কারে ;)
 “হয়ে নিজে ধর্মরাজ, ধর্মরক্ষা হেতু
 করিছ মিনতি ? আশ্রিতে ত্যজিতে চাহ
 ধর্মরক্ষা হেতু ? তরুণের বৃত্তি হৃদে
 দিয়েছ আশ্রয়, বুঝি ধর্মের কারণ ?
 ধর্মরাজ নামে তব দিহু শত ধিক !
 এত যদি হয় তব ধর্মের পালন,
 তাড়াইয়ে দিও মোরে পুনঃ লোক-মাঝে,
 বঙ্কিতা এ প্রাণারামে অবলা আশ্রিতে ।
 কিঙ্ক দেব, জেন মনে, নাহি রব স্থির ;
 কাঁদিয়ে কিরিব তথা ছয়ায়ে ছয়ায়ে,
 ধর্মেরে নিন্দিয়া ; তোমা সম দেব-কুলে,
 কহিব সবারে আমি অধর্ম-বারতা ;
 বালিকা, বনিতা, বৃদ্ধা যারে ষথা পাব,
 কহিব ফুকারি তব তরুণ-কাহিনী ।
 কহিব সবারে, ধর্ম শুধু আছে নামে,
 নাহিক করমে ; আপনি ধর্ম-রাজ
 করে না পালন । কহিব সুবতী-দলে
 প্রবণে ধরিয়া, সতীত্বের হীন বল,

কাজ-পরাজয়

করেছে গমন, হরি সতী-শিরোমণি ।
অধর্ম প্রবল, সদা কিরিব ঘোষিতা ।
ধর্ম হেতু অকুষ্ঠান কিছু না রাখিব,
জদন-মন্দিরে মোর বিবেক পূজায় ।
দলি তায় পদ-তলে, কিরিব নির্ভরে ।
যত ধর্ম-গ্রন্থ ছিঁড়ি করি কুটাকুটি
ভাসাইয়ে দিব শেষ আবিলা সলিলে ।
ধর্মনাম মুছে দিব ব্রহ্মাণ্ড হইতে ।

কিন্তু যদি সত্য চাহ ধর্মের উপায়,-

তখন তবে কহি আমি, কিরাইয়ে দাও
যদি পতি-ধন মোরে, নাহিক সংশয়,
খেচ্ছায় মরতে আমি করিব গমন;
কিংবা লয়ে চল মোরে স্বরগ আবাসে;
পতি পাশে বিরাজিব দাসী হয়ে তাঁর ।
নতুবা কহিছ আমি,—বল সমর্পিয়া,
অবলা আশ্রিতে তব হইবে ত্যজিতে—
তোমার ধরমে ! নিশ্চয় জানিও তাহে,
ধর্মরাজ নামে তব পড়িবে অজ্ঞান ।
ঋ চাচ করহ তাই, কহিছ বিশেষ ।”

এও কথা শুনি বন সাবিত্রীর মুখে

পড়িলা অকূলে যেন ছ'কূল হারারে।
 বিল্লাট খটিবে তার, নাহিক সংশয়।
 “কি করি উপায় ?”—তাই ভাবে মনে মনে
 নিজ ভাব গোপনিয়া কহিলা সতীরে,—
 (সন্ধ্যা-সারাজাল যেন শিশুর শিরসে,)
 “হেরিলাম সতি, তব আশ্চর্য্য প্রভাব !
 হইলু আপনি আমি তাই মুখ প্রায়।
 পতি বিনা লহ বর বাহা ইচ্ছা হয় ;
 ভোমারে দিবারে মোর বড় সাধ মনে ।”

আবার হাসিলা সতী করি অষ্টহাস !

“চাতকে দিবারে চাহ স্মিষ্ট রসাল,
 ছরস্ত নিদ্রাব তাপে ? সতী-অন্ন লভি,
 নারী হয়ে, অজ-সন্ন যুগকাষ্ঠ পাশে
 রাশি রাশি বিষপত্র করিবে ভক্ষণ,
 জ্ঞানহীন হয়ে আজি মনের হরবে ?”
 কিন্তু রাগা-জাল বড আসিলা তখনি
 সাবিজীর জ্ঞানটুকু ঘেরিয়া দাঁড়াল ;
 জ্ঞানহীনা প্রায় সতী নারিলা চিনিতে,
 আপনে আপনি হায় ! কহিলা কাতরে,
 তাই সে কাল-সদনে,—“বৃন্তচ্যুত হয়ে,

কাল-পরাজয়

পুষ্পকলি হায় কোন্ সলিল-সিঞ্জে,
উঠিবে ফুটিয়া ?—(স্বামী বিনা মুখ মোর ?)
ভবে যদি দয়া কর, দেহ মোরে বর,—
বাছার কারণ মোর জনক জননী,
রাজ্য রক্ষা হেতু তাঁরা করেন দর্শন
পুত্র মুখ । তবু তার স্বার্থক জীবন ।”
“পূর্ণ ভব মনস্কাম,” বলিয়া শমন
হল অন্তর্ধান, তথা হতে নিজ কাজে,
কিরিবারে কহি হায় সত্তীরে আবার ।

সংশয়-সাগরে মগ্ন বিপন্ন শমন
চলে ক্রমগতি । কিন্তু হায়, সে চরণ
না মানে বায়ল ; সদাই থাকিতে চায়
পিছনে পড়িয়া । প্রতি পদক্ষেপে যেন
বাধিছে জড়িয়া, যথা স্বপন প্রভাবে ।
এতদিন পরিচিত পথ যেন আজি,
কুটিল বক্রতা ধরি, করে প্রবঞ্চনা ।
পিছনে আনন যেন কিরিছে আপনি,—
তথাপি বুনার অঁাধি সম্মুখ প্রান্তরে ।
চিন্তার বারিধি হতে,—“কি হবে না জানি,—
হেন রূপ ধরি কেনি উঠিছে তরঙ্গ,

হুকুল ভাঙ্গিয়া যেন । এইরূপে যম,
 জোর করি যেন তার টানিয়ে চরণ,
 চলিয়া স্বরগ পথে ; কি কুক্ষণে হার,
 হেন বেশে দেখে যম কোতুহল বলে
 কিরিয়া পশ্চাতে, আসিতেছে যেয়ে সতী
 উন্নতা করিলী । এলায়িত কেশ-পাশ
 মলয় মারুতে উড়ে, ঘনচয় সম
 কভু মুখে পড়ি কিবা, পূর্ণিমা নিশিখে
 ভাসি, আবরিছে যেন পূর্ণ শশধরে ।
 আলু খালু হয়ে পড়ে অঙ্গ আভরণ ;
 কভু সে অঞ্চল তার ত্যজি বন্ধ তার,
 ধূলায় লুটায় পড়ি । পড়িছে হুচাটি
 সতী বসনে বাধিয়া । হয়েছে শরীর
 তার হার শ্রুত ক্ষত । শত মুখে যেন
 শোণিতের শ্রোত বহি যেতেছে ভাসিয়ে !
 পতি-নাশাঘাত-পাশে বুঝি এ আঘাত
 তুচ্ছ হতে অতি তুচ্ছ, তাই নাহি গণে ।
 পাগলিনী প্রায় সতী হাহাকার করি
 আগিছে ছুটিয়ে.—শোকে অধি বিকারিতা ।
 হার আজি কোন্ প্রাণে তরুণের প্রায়

কাল-পরাজয়

ছুড়িয়ে পলায় যম, এ দৃশ্য হেরিয়ে ।
ধবকি ধামিল তাই ভুলিয়া করম ।
নিরখি মাধুরী যম অতৃপ্ত নয়নে,
কহিলা মধুর ভাষে, সজ্জাবি সতীরে—
“তুন দেবি! কহি যাহা, মানস পাতিরে,
শমনের সাথে কি গো বিবাদ সম্ভবে ?
দেবী হরে অঘটন কেন বা ঘটাবে ?
তাজিবারে নারি তোমা, আশ্রিতা বলিয়ে,
নিম্নেবে উধাও নহে হতার অচিরে !
আসিয়াছি হের এবে স্বরগ-দুয়ারে ;
অদূরে রহেছে হের নর নারী কত
পুণ্যশীল, পুণ্যশীলা ; মনের হরিষে
তারা বিরাজিছে কিবা ; দাম্পত্য-মিলন
হের হেথা বা কোথায় ! নর নারী হেথা
সবে রহে সমভাবে,—দেবেন্দ্র-চরণ
সেবি বন-ফুল-হারে । হের কন্ত শত
দাম্পত্য বন্ধন ছেদি বিরাজিছে একা ।
পর্যায়ের মণি তরে হেথা নাহি কারো
অধিকার করে চিন্তা হিন্নার মাঝার ।
প্রাণের বাধন ছেঁড়া বাতর্ন। কেনন,

কেহ নাহি জানে হেথা, কি কব তোমার ?
 এ হেন পবিজ্ঞ ধামে, দেহীর সেবার,—
 গন্ধহীন পুষ্প-কলি হবে অর্ঘ্য দান ;
 সুগন্ধ ফুটন্ত ফুলে হবে তথা নারে
 করিবারে দেব দেবী মানস রঞ্জন ।
 তাই বলি যাও কিরে যথা মন চায় ;
 পতির চরণ রাখি মানস-নন্দিরে,
 কর গিয়া নিত্য সেবা । রহ গিয়া সতি,
 অপেক্ষিমা এই রূপে যতদিন আছি ।
 পরশন নাহি করি বিধির বিধানে ।
 দেবী তুমি, কাল আছি, কি কব তোমার ;
 বিধি নাহে দিও না গো কলঙ্ক কালিমা ।
 ভুলেছ কি দেবী হরে কালের নিয়ম ?
 মন্দ্র কন্দ্র সকলি কি দিবে বিসর্জন,
 বার্ষের কারণ ? জান না কি তোমা সম
 কত শত নারী, তারা হারায় পলকে
 এ কালের করে দিয়া পতি প্রাণ-ধন ?
 কিন্তু কেহ রোধে নাই গমন আমার ।
 ধৈর্য ধরিয়ে তারা যাপে মহাকাল ।
 ধৈর্য্য গুণ জেন মনে অগতে প্রধান ।

কাল-পরাজয়

মোর কাছে ধৈর্য্য গুণ প্রবল মরতে,
নহে জানি রসাতলে বাইত অবনী ।
তুমি তার বিপরীত কি হেতু ঘটাবে ?
ধর্ম্মরাজ হয়ে আমি করি গো মিনতি,
নাও সতি ! অহুমতি, যাই নিজে কাজে ।
বিচক্ষণ বুঝি মনে, রাখ মোর মান ।
সতী হতে হীন আমি, জানিহু আপনি ।

এত কথা শুনি সতী শমনের মুখে,
ব্রহ্ম ত্যজি তাকাইলা সন্মুখে অদূরে,
সুবর্ণ প্রাসাদ তথা পাইলা দেখিতে ।
শূন্য ভেদি চূড়া তার রহেছে ঝাঁড়ারে,
হীরক খচিত কিবা । উজ্জল পতাকা
এক রক্তত আকার, উড়িছে মলয়ে
কিবা পত পত করি, ঘোষিয়া সবারে
নির্দোষ ভাবার পুণ্য । নাহি ঘন-জাল ;
সকলি উজ্জল তথা, ঝিক্ ঝিক্ করে
সদা চক্রে সূর্য্যাতপে । দিবা নিশি যেন
তথা নাহি ভেদাভেদ । ফটিক্ নির্ম্মিত
স্বরগ-দুয়ার আছা রহেছে ঝাঁড়ারে ;
শোভিছে কেশরী শিরে তার ; কোবনুক্

-খড়গগাণি স্বামী হুই পাদদেশে তার
 নীরবে রয়েছে খাড়া । নত শিরে তারা
 -কারে ছাড়ি দেয় পথ স্বরণ গমনে ;
 কারেও বা বাধে ; কারেও বা দূর হস্তে
 -ধেয়ে পশুরাজ তরা করয়ে ভাঙনা—
 দশন বিকাশি শিরে, ভয় প্রদর্শিয়া ।
 -কত নয় নারী আসি কারে দিয়ে কোল
 লয়ে যার অভ্যস্তরে সাদরে সম্বাধি,—
 -মৃত্যু, গীত, নানা বাস্তব অতি সমাদরে ।

সেথা কত দেব-বালা উৎসবে মাতিয়া,
 আসে যার খেলে কত, নিত্য নব বেশে ;
 -নর্তক, নর্তকী কত গঙ্কর, কিয়র,
 -মৃত্যু করে তারা সবে অমল সঙ্গীতে ।
 নপুর নিবন আহা বীণার রগন
 -মধুময় প্রস্রবণে করে আলিঙ্গন ।
 আশ্চর্য্য মহিমা কিঙ্ক অতি অপক্লপ,—
 -কেহ নাহি শুনে কারো উৎসব সাধন ;
 সকলেই মত্ত তবু উৎসব কোতুকে—
 -নিজ নিজ ভাবে । কেহ নাহি চাহে কারে ;
 কেহ কতু কারো ভয়ে বাধা নাহি মানে ।

কাল-পরাজয়

সেথা ইন্দ্র দেবরাজ কনক আসনে,
সদানন্দে বিরাজেন বামে শচী সয়ে ।
পদতলে সিংহ সিংহী শোভিছে সতত ।
শচী-কর্ণে পারিজাত যৌবন বাড়ারে,
সতত বিকাশি শোভে মালার আকারে,—
বিনা স্ততে গাথা ; মধ্যে তার মরি মরি
মন্দার কুম্ভ-মণি ছুলায় সমীর ।
ধরিয়াছে মণি মুক্তা দেবরাজ গলে
কিবা শোভা মনোহর ! শিরোপরে মরি
মুকুট মন্দর আহা হীরক খচিত,
শিখিপুচ্ছ তারোপরে সৌন্দর্য বাড়ায় ।
ছই পাশে ছই সতী হেলিয়ে ছলিয়ে
চামর ঢুলায় কিবা । কত গ্রহ তারা
রবি শশী সাথে করে নিতট ক্রীড়া কত
পদতলে তাঁর ; আপনি দামিনী তথা
সতত খেলিয়া রাজে শচী-পদতলে ;
লুকাইয়ে লাজে কতু নিম্নিতা গৌরবে—
বিনা মেঘে ।

কিবা তথা নন্দন কাননে,
প্রত্যহ গঙ্গনী করি কুম্ভ-চরন,

গাথে মালা ডালা ভরি; পূজা ভরে কত
 রাখি দেয় সবতনে মনোমত করি;
 কত সে সুন্দরী ঝরি আপনার ভাষে
 সাজায় কবরী রাখি প্রার্থি আপন কুন্তলে।
 হাসিছে আপনি, কতু তহু রুচি সাজে
 ছড়ারে বিলায়ে যেন রূপের ভাণ্ডার।
 কুহুম সৌরভ মাখি মেছর মারুত
 উদাসী বহিরে বার অনন্তে মিশিয়া।
 হেন বেশে বারমাস বিরাজে বসন্ত
 তথা নিত্য নব ভাবে। মকরন্দ পানে
 বীতরাগ অলি তথা গাহি শুন্ শুন্
 ভাসিয়ে মলয় ভরে করিছে নর্ভন।
 আপনি পীযুষ মাখি হাসিছে প্রহ্নন।
 কেহ নাহি করে কারো সম্পদ হরণ।
 ভাণ্ডারের দ্বার সব সত্তত উদম্;
 কেহ কারো পানে চাহি না মানে অভাব।
 নাহিক ব্যয়স, তথা নাহিক পেচক,
 শোণিত লোলুপ কিংবা শৃগাল কুহুর;
 পাপিয়ার শুধু গান; গিক কুহু তান
 পকমে উঠিয়া নিলে দিগন্তে ধনিয়া।

কাল-পরাজয়

সেখা মন্দাকিনী তটে ব্রজা বিকু বসি,
তটিনীর কলসনে মিলারে রশন,
সত্য নাম গাহি সঙ্গ বাজাইছে বীণা ।
একে একে ঢেউগুলি আসিয়ে কিনারে,
লইল কুড়ারে যেন গণিমা গণিমা
সেই সে স্তান, পাতি মন্দাকিনী-কদে ;
মরতের পানে দীরে ছুটেছে তটিনী
সে তান বহিছে । সেখা, যে পারে ধরিতে,
যে পারে চিনিতে তারে লয় সে কুড়ারে,
মানস সাজার আহা সত্য জ্ঞান-হারে ।

সেখা হিংস্র জন্তু যত স্বরগ গহনে,
হিংসা বৃত্তি পরম্পরে করি পরিহার,
করিছে বিহার । অজ, ব্যাঘ্র, মৃগ, সিংহ
কেলি করে ছুটে ছুটে একত্রে মিলিয়া,
বন উপবনে । মরি কিবা অহুপম
মহিমা তথায়, স্মৃথা, তৃষ্ণা, অধীরতা,
ক্রান্তি পরিশ্রমে যেন নাহিক তথায় ।
যত্র মুগ্ধ হয়ে আহা সকলি বিরাজে ।
সাবিজী তেমনি মুগ্ধা, মীরব নিচল ।
নারিলা যুগ্মতে আঁধি, কুহকে মজিরা ।

চাঞ্চল্যকে ছেড়ে এল দুঃখ ।
 সে সারা জীবন সতী কিম্বলে মরন,
 পাইলা দেখিতে হার বার পাশে তার,
 ছুটেছে তটিনী এক সতীর হৃদয়ে ;
 গরল ভরল তার উঠিতেছে বেয়ে,
 পর্বত প্রমাণ উঠে পড়ে আছাড়িয়া,
 কুলে উপকুলে ; ধার সব নার তার ।
 ক্যাঁদিয়া কন কত শত অলচর
 ভাসিছে আগারে শির ; করপত্র সব
 রহিয়াছে পাটে পাটে বিশাল মশন ।
 হেরিবারে ? কোন্ পারে ছুটেছে তটিনী
 নারকীরা বৈভরিণী, পাইলা দেখিতে,
 অহুরে চাহিয়া সতী আগ্রহ মরনে
 অহা দৃষ্ট মরকের । সহসা শিহরি
 যান তরে ব্যাকুলিতা সুখিলা মরন ;
 ক্রমর স্মরণে জ্বল হতে আরম্ভিল ;
 আঁধারে ঘেরিয়া আঁধি আইল বক্রিণা ।
 ধর ধর কাঁপি পর পড়িল অসিরা ।

হেরিলা সে হৃদিভেদে তিরির ভেরিরা,
 বসন্তে ডাড়া ভীষণ। যারে ; হেরে,
 শাদুল কুহুর, যারীরূপে নিরোজিত।
 সতত চকল যেন, কবির গোলুপ।
 রক্তাক্ত কৃপাণ সব গহ গহ বিহ্বা
 দোলে ; কবিরের লালি তা হতে বরির
 পড়ে কুসে টস্ টস্। অসাবধানিমা যেন
 ব'হেছে বেরিরা সদা। কিন্তু আধ আধ
 লকিত সকলি, বস কহাচার তথা।
 সাবিত্রীর আঁখি তথা তবু প্রবেশিল
 থাকিরা থাকিরা। এত হেরি কণে কণে,
 প্রেতিনী রূপিনী আসি ভাবনী হাসিনী,
 বিকাশি দশন যেন ভয়ান বাড়ার।
 বক চিরি দেখাইলা বস "নির্যাতন।
 অসিক্ত কোথা হ'তে শিখা নির কুলি,
 ঠাককে নাচিছে। টলমল করি যেন
 কুয়ার ডাড়া শত লিখে শত বাহ
 প্রশান্তি পুরতে টানি লর জীব বস
 উদরে ভরিয়া ; তবু হার কুয়া ভীর
 না হল পূরণ আরা শতক সরাসে।

দোষ-রক্তে রক্তবর্ণ হল চারিদিক ।

সে আলোকে দুত-দল অনিত আনন

বর্ষাক্ত বিগ্রহে ঘরে বিকট বরণ ।

দলে দলে গরে আসে নয়নারী কত,

কটক কানন দিবে, নিকপে অনল—

প্রাসে হিঁচাফি টানিয়া; হায় বুঝি তারা,

দয়া দয়া কেমনি তা জানে না কখন ।

তাই বুঝা কীদে তারা পাবান গলারে ।

বিষ্ঠা-কুণ্ড মাঝে কোথা উঠিয়া পড়িয়া,

হাবুডুবু খায় কত পাতক পাতকী ;

কোথা নানা সরীসৃপ একত্রে মেলিয়া,

কাহারে দংশিয়া মাঝে, থাকিয়া থাকিয়া ।

কাহারে খাপদে ছিড়ি করয়ে ভক্ষণ ;

ছরত দানব এক তার মাঝে থাকি,

ছিটার লষণ । কোথা কাঠ চেলা সহ

কুঠারে চিরিয়া, করে সবে ভাগাতাপি ।

রক্তের প্রবাহ কোথা চলছে বহিয়া ;

রবির সোলুপ যত জখুক নির্ভর,

দলে দলে আসে ঘেরে করিবারে, পান ।

হিংস্র জন্ত যত সবে করিছে চিৎকার,

লক লক করি, কত করিতেছে বেলা।
 উজ্জ্বল নদী তথা কেহ নাহি জানে ;
 কটক গহন শুধু বুগুটি মাঝি,
 সাজে স্থানে স্থানে। সেখা পবন নকল
 হুঁকি মাঝিরা গরে কিরিছে ডাকিল ;—
 কলিক অনল-বাল, দহে দেহ কড়।
 হেরি হেন নরকের দৃশ্য ভরসন,
 পাশয়িলা সতী হার স্বরগ হুতন।
 কহল সজরে কিরি শমনের গানে,
 চকল, মানসে সতী কহিলা কাণ্ডরে,
 “সাত না কহিব হেথা, কন বোলে দেব।
 চলে বাব বকালরে বার বন” অর্থাৎ ;
 তবে যদি গল্প করি, হত রাজ্য দেখ
 কিহরে বোলে, স্তরে বকালরে ডাক

উত্তম স্বভাবে তা'র মঞ্চল ধারণা,
 পূর্বে স্ত্রে অঙ্গ ধমক তবনি,
 উচ্চ উচ্চারিলা,—“পূর্ণ হোক সব ভব,—
 শতক সুসুভ করি বলতে ধারণ।”
 বয়সান করি কিছু শমন-কনর,
 কি ভয়ে সহসা যেন হইল স্পন্দিত।
 ধমকি থাকিলা তাই, সঙ্কোচি আশনি।
 হেন বর গেয়ে তবু দুঃস্বভা নারী,
 কিরিয়া ধরিলা পথ, মরুভের পাশে;
 কিছু কম সেইরূপ রহিলা ঠাকারে,—
 “ব্রহ্ম বশে কি করিছ,” সদা তাবি মনে।
 আঁধারে ছাইল হার সুধরসি তার।
 আর না কিরিলা পর সত্যবানে গরে।
 সর্বোষি কিরাতে তারে চাহিল মানস;
 কিছু কঠে আনি তাবা রহিল চানিলা।
 সরসে সতীর পাছে ছুটিলা পক্ষম,
 কিরাইয়ে দিতে তার পরাণের সিন্ধি;
 হেনকালে কি তাখিরা হরে কিছুকিত,
 কিরিয়া সঙ্ক সতী হেরিলা তাহারে।
 কহিলা চিত্তকার করি, ধর্মের দোহাই

কাল-পরাজয়

দিরে,—“ধর্মরাজ, দেব তুমি! রক্ষা কর
হায় মোর বেই টুকু আছে আর বাকি
অধর্মে দিও না মতি, এ বর প্রদানে।
নহে ছার নরকেও নাহি পাব স্থান।
মোর ভাগো হায় আরো কি হবে না জানি ?
পুত্রের জননী হব कहিলে কেমনে ?
একি হে রাজন এ বা কেমন ধরম ?
পতি বিনা কভু কি গো সন্তান সম্ভবে ?
সতীত্ব পরম ব্রত রমণী-জীবনে।
তবে বল হেন বর কেন মোরে দিলে ?
কেন বল অবলারে রজাতে বসিলে ?
রাধ ধর্ম মোর, নহে জানিব নিশ্চয়
লভিয়াছ তান করি ধর্মরাজ নাম।”

কহিতে নারিলা কথা, এত শুনি বর ;
সুস্ত সম হায় তথা রহিলা দাঁড়ায়ে।
সুগায় লজ্জায় আর অভিমানে তার
আরক্ত বরণ হল বদন-মণ্ডল।
শ্বেদ-বিন্দু দেখা দিল প্রসস্ত ললাটে,—
দিবা অবসানে যেন হিমাত্রি সাজিল।
আবার নোয়াল শির ; কাঁপিল চরণ ;

দেহ তার আর যেন বহিবারে নায়ে,
(অভিমানে যেন দেহ হল গুরুভার) ।
নিরখি বয়ানে তার, নিমেষ নয়নে,
নব ভাব নীলিমার সে মহা লগনে
প্রকাশে শিহরি বস আপনে ভুলিলা ।
আধ হাসি, আধ কান্না, অর্ধারে আলোক ;
আধ শশী উদ্ভাসিত, আধ জলধর ;
আধ ভাগে নাচে খেলে জ্যোতিষ্ক-মণ্ডল,
আধ ভাগে পুনঃ যেন দামিনী ছুটিল ।
আধ দিবা, আধ রাত্রি, ভীষণ, সুন্দর ।
এমনি অদ্ভুত বুঝি সতীত্ব সুন্দর,
বুঝিল শমন । তাই ধীরে ধীরে ভাবে
সম্ভাসি সতীরে, কহিলা মধুর স্বরে,—
“ধন্য স্মৃতি ! করিয়েছ সতীত্ব পালন ।
তাই আজি মোর সাথে দন্দ তব হেথা
হইল সম্ভব তাই অঘটন বাহা
ঘটাইয়ে তার, মোরে করিলে আসিয়ে
পরাজিত তব কাছে ; অসাধ্য সাধিলে ।
আজি হতে তব কাছে লভিছ এ জ্ঞান,
দেব হতে সাধকের প্রত্যাশ প্রবল ।

কাদ-পরাজয়

আজ হতে ঘরে ঘরে কহিও সবারে
তুচ্ছ হতে অতি তুচ্ছ বিধির বিধান,
সাধক ইচ্ছায়। দৈবেয়ে লজ্জিতে পারে
সাধক স্মৃতি। করি সাধকের পূজা
দেবের কারণ নরে হউক সফল।
প্রাণ খুলে করি পূজা তোমার চরণ
কর শোভা লোহ ধণ্ড, হোক বজ্র সম
বামা-দলে মর্ন্তলোকে; ললাটে সিন্দূর
রেখা হোক সমুজ্জল। নিতে তব নাম,
যেন যুগে যুগে নারী ভুলে না কখন;
আদর্শ রমণী তুমি তাদের সভায়।
অমর তোমার নাম রহিবে মরতে,
যেন প্রাণ লয়ে। সতি! কি আর কহিব;
লও তুমি ফিরে পুণঃ তব, স্বামী-ধন।”

এত বলি লয়ে করে পাশ দণ্ড হতে,
সত্যবান আয়ুটুকু সাবিত্রীর করে
দিল সে ফিরায়। আনন্দে অধীরা,
কাঁদিল পুলকে সতী নয়নের কোণে।
চাপিলা যতনে বুকে পতি প্রাণ তার।
শমনেরে কৃতজ্ঞতা নারিলা জানাতে

সতী কথা কহে মুখে; সজল নয়ন

শুধু দিল পরিচয়, পলক ভুলিয়া!

এদিকে আসিল ঘেরি রাক্ষা বেঘ সম

আলোকিয়া চারিদিক। পুষ্প বৃষ্টি সম

হল বরিষণ আহা স্বরগ হইতে।

দেবগণ নিজ করে সে সাধ সাধিল।

সাবিত্রীর জয় ধ্বনি, হইল ধ্বনিত

সত্তত সবার মুখে। আহা মরি কিবা

সুগন্ধ চন্দন বৃষ্টি হল একাধারে।

পারিজাত গন্ধ মাখি ত্রিল পবন।

কাল-পরাজয় শুনি সতীদল মাঝে

হল কত গৌরব বাখান; কিন্তু যেন

অগ্নি কুণ্ডে ঘুতাহতি সম ছুঁ করি

জ্বলিল শঙ্কন আহা সরমে মরমে।

অধঃ মুখে নত শিরে রহিল দাঁড়য়ে,

রক্তবর্ণ মুখরবি ঘুণায় লজ্জায়।

অজ্ঞেয় শমনে আজি করি পরাজিত,

প্রাণ মন ভরি কবি দিল করতালি।

অধীর হইয়ে সতী ফিরিলা মরতে

হরষিতা মতী; পতিপ্রাণ বুকে রাখি

কাল-পরাজয়

অতি সযতনে উঠি পড়ি যায় সতী ।
এই রূপে পরাজিত হয়ে সতী কাছে,
কুণ্ডলে মনে নিজ কন্দ প্রদানি অপরে
কিরিলা আপন গৃহে সে নিশে শমন ।

সমাপ্ত

